প্রথমআলো ২১.০৩.১৭

গ্রামে বাড়ি করলেও ছাড়পত্র লাগবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

মন্ত্রিসভায় আইনের খসড়া অনুমোদন

আইন লঙ্ঘন করলে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড ও ৫০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড

আপনি গ্রামে নিজের ইচ্ছামতো কোনো ভূমিতে বাড়ি নির্মাণ বা অন্য কোনো উন্নয়ন করতে চাইছেন। কিন্তু আগের মতো চাইলেই তা আর পারবেন না। এর জন্য সরকার-নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র বা অনুমোদন নিতে হবে। শুধু গ্রামেই নয়, উন্নয়নকাজে দেশের যেকোনো জায়গায় ভূমি ব্যবহার করতে হলে সরকারি কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র লাগবে।

এমন বিধান যুক্ত করে নতুন একটি আইন করতে যাচ্ছে সরকার। নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন, ২০১৭ নামের আইনের খসড়া গতকাল সোমবার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। বৈঠক শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম আইনটিকে কঠোর উল্লেখ করে বলেন, এটি লঙ্ঘন করলে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হবে। সারা দেশে ভূমি ব্যবহারে শৃঙ্খলা আনার জন্যই এ আইন করা হচ্ছে।

জানতে চাইলে নগর পরিকল্পনাবিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, আইনটির মূল উদ্দেশ্য হলো যেখানে-সেখানে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট বা অন্য কোনো নির্মাণকাজ করা যাবে না। উদ্দেশ্য খুব ভালো এবং ক্রমান্বয়ে সেদিকেই যেতে হবে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় বলে, আইন বাস্তবায়নে হয়রানি বাড়ে। তাই মানুষের হয়রানি যেন না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। এ ছাড়া এই আইন বাস্তবায়নে বেশ কিছু পদক্ষেপও নিতে হবে।

প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী, এই কাজগুলো বাস্তবায়নে দুটি কেন্দ্রীয় পরিষদ কাজ করবে। এর মধ্যে গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৭ সদস্যের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা উপদেষ্টা এবং একই মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে ২৫ সদস্যের নির্বাহী পরিষদ থাকবে। দুই কমিটিতেই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ বিশেষজ্ঞরাও থাকবেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম বলেন, উপদেষ্টা পরিষদ মূলত নীতিনির্ধারণী কাজগুলো করবে এবং উপদেষ্টা পরিষদের কাজ বাস্তবায়ন করবে নির্বাহী পরিষদ।

কোথা থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে

আইনের খসড়ায় উপদেষ্টা পরিষদের কাছ থেকে ছাড়পত্র নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে একই সঙ্গে বলা হয়েছে, পরিষদ ছাড়পত্র প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দিতে পারবে। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষসহ সব সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ এবং ভবিষ্যতে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশিত সংস্থা নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা প্রণয়নকারী সংস্থা দায়িত্ব পালন করবে।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, যে এলাকা উল্লিখিত সংস্থা বা পরিষদের অধীনে থাকবে, তাদের ছাড়পত্র নিয়ে ভূমির উন্নয়নকাজ করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণত গ্রামে ইউনিয়ন পরিষদের অনুমোদন নিতে হবে। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. শহীদ উল্লা খন্দকার *প্রথম আলোকে* বলেন,

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭